# সিলেট কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে আশরাফুল ইসলাম নিহত ও এলাইছ মিয়া আহত

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী কালিডর ধলাই নদী এলাকায় পাথরের কোয়ারী রয়েছে, যা কালিডর পাথর কোয়ারী নামে পরিচিত। আর এই কোয়ারী থেকে পাথর উত্তোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রচুর রাজস্ব আয় করে। প্রতি বছর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ওখান থেকে পাথর উত্তোলনের জন্য সরকারের কাছ থেকে জায়গা লীজ নেন। নিজেদের শ্রমিক ছাড়াও পাথর তুলতে ইচ্ছুক অন্যান্যদের কেও নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে পাথর তোলার অনুমতি দেয়া হয়।

১ জুলাই ২০১১ রাত ৯.০০টার দিকে একই উপজেলার বাঘারপাড় গ্রামের মোঃ আব্দুল আহাদ ও লাল বানুর পুত্র আশরাফুল ইসলাম (২০), একই গ্রামের মৃত কনু মিয়া ও হাওয়াতুন নেছার ছেলে সোনা মিয়া (১৯) এবং পারুয়া নোয়াগাঁও গ্রামের আফতাব আলী ও আমিরুন নেছার ছেলে এলাইছ মিয়া (২২) পাথর আনতে সীমান্ত এলাকায় ধলাই নদীর বাংলাদেশ অংশে কালিডর পাথর কোয়ারীতে যান।

ভারতের শিলং জেলার ভোলাগঞ্জ থানার কালিডর ক্যাম্পের ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে আশরাফুল ও এলাইছ গুলিবিদ্ধ হন।

আশরাফুল ও এলাইছের পরিবার গুলিবিদ্ধ দুইজনকে হাসপাতালে নেয়ার পথে আশরাফুল মারা যান এবং এলাইছ মিয়াকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে ৮ দিন চিকিৎসার পর বাড়ীতে ফেরত আনা হয়।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে–

- আশরাফুলের আত্মীয় স্বজন
- আহত এলাইছ মিয়া
- প্রত্যক্ষদর্শী
- হাসপাতালের চিকিৎসক ও মর্গ-সহকারী
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

## আব্দুল আহাদ (৬৫), আশরাফুলের পিতা

আব্দুল আহাদ অধিকারকে বলেন, তাঁর ছেলে আশরাফুল ইসলাম তাঁকে কৃষি কাজে সহযোগিতা করতো। ঘটনার কয়েক দিন আগে পশ্চিম ইসলাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্ট এ চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় আশরাফুল খেলোয়ারদের পুরস্কার

দিতে চেয়েছিল। পুরস্কার কেনার অর্থ সংগ্রহের জন্য আশরাফুল তাঁর বন্ধু এলাইছ মিয়া ও সোনা মিয়াকে নিয়ে নদী থেকে পাথর সংগ্রহ করে এনে তা বিক্রির টাকায় পুরস্কার কেনার সিদ্ধান্ত নেয়।

সেই পরিকল্পনা মতো ১ জুলাই ২০১১ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় আশরাফুল দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিয়ে রাত আনুমানিক ৯.০০টায় নৌকা যোগে ধলাই নদীর কালিডর পাথর কোয়ারীতে যায়। সেখানে আরো প্রায় ১০০-১৫০ জন শ্রমিক পাথর তোলার জন্য গিয়েছিল। রাত আনুমানিক ৯.০৫ টায় সোনা মিয়া তাকে মোবাইল ফোনে জানায়, আশরাফুল এবং এলাইছ পাথর তোলার জন্য নদীতে গেলে ভারতের বিএসএফ সদস্যরা তাদের দিকে গুলি ছোঁড়ে। বিএসএফের ছোঁড়া গুলি বাংলাদেশের ২০০ গজ ভেতরে থাকা আশরাফুল ও এলাইছ এর শরীরে বিদ্ধ হয়।

সোনা মিয়া মোবাইল ফোনে তাঁকে আরো জানায়, গুলিবিদ্ধ দুইজনকে কোম্পানীগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাত আনুমানিক ১০.০০টায় সোনা মিয়া কোম্পানীগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তাঁদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

১ জুলাই ২০১১ রাত ১১.৩০টায় তাদেরকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক আশরাফুলকে মৃত ঘোষনা করেন।

আব্দুল আহাদ জানান, ২ জুলাই ২০১১ আশরাফুলের লাশের ময়না তদন্ত শেষে বিকাল আনুমানিক ৫.৩০টায় হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে রওনা দিয়ে বাসায় পৌঁছে রাত ৯.৩০টায় পারিবারিক কবর স্থানে লাশ দাফন সম্পন্ন করেন। তিনি আরো জানান, আশরাফুলের মাথা থেকে কোমর পযর্ন্ত ৩৩টি ছররা গুলি লেগেছিল বলে ময়না তদন্তকারী ডাক্তারের কাছ থেকে জেনেছেন। তাঁর আরেক ছেলে নজরুল ইসলাম ২ জুলাই ২০১১ কোম্পানীগঞ্জ থানায় গিয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। যার নম্বর ০১; তারিখ ০২/০৭/২০১১, ধারা-৩২৬/৩০২ দ-বিধি।

**এলাইছ মিয়া (২২), আহত ব্যক্তি**

এলাইছ মিয়া অধিকারকে জানান, ১ জুলাই ২০১১ রাত আনুমানিক ৯.০০টার তিনি তাঁর বন্ধু আশরাফুল ও সোনা মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পাথর তোলার জন্য নৌকায় সীমান্ত এলাকার কালিডরে যান।

সেখানে তখন প্রায় ১০০-১৫০ জন শ্রমিক পাথর তুলছিলেন। এসময় রাতের অন্ধকারে ভারত সীমান্ত থেকে বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের দিকে এলোপাথারি গুলি ছুড়ঁতে থাকে। শ্রমিকরা পানিতে বসে পড়েন আবার কেউ ডাঙ্গায় গিয়ে শুয়ে পড়েন। বিএসএফ সদস্যদের গুলি এসে তাঁর এবং আশরাফুলের শরীরে লাগে।

তিনি জানান, সেগুলো ছররা গুলি হওয়ায় শরীরের বিভিন্ন স্থানে তা বিদ্ধ হয়। গুলি ছোঁড়া বন্ধ করে বিএসএফ সদস্যরা চলে গেলে উপস্থিত শ্রমিকদের সহায়তায় সোনা মিয়া তাঁকে ও

আশরাফুলকে চিকিৎসার জন্য কোম্পানীগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় দুইজনকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার আশরাফুলকে মৃত ঘোষনা করেন এবং তিনি নিজে ঐ হাসপাতালের চতুর্থ তলার ৪নম্বর ওয়ার্ডে ৮দিন ধরে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। তাঁর শরীরে ২৫/২৬টি ছররা গুলি লেগেছিল। তিনি শুনেছেন, আশরাফুলের মাথায় ও বুকের নিচে গুলি বিদ্ধ হওয়ায় প্রচুর রক্তক্ষরণে মারা যায়।

**সোনা মিয়া (১৯), প্রত্যক্ষদর্শী**

সোনা মিয়া অধিকারকে বলেন, আশরাফুল ও এলাইছের সঙ্গে ১ জুলাই ২০১১ রাত ৯.০০টার দিকে পাথর তোলার জন্য কালিডর এলাকায় যান। তাঁরা বাংলাদেশের ২০০ গজ ভেতরে পাথর তোলার জন্য গেলে রাতের অন্ধকারে বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের দিকে গুলি ছোঁড়ে এতে আশরাফুল ও এলাইছ গুলিবিদ্ধ হন। তিনি তখন মোবাইল ফোনে এলাইছ এবং আশরাফুলের বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনকে তাঁদের আহত হওয়ার খবর জানান। তিনি ও শ্রমিকেরা গুলিবিদ্ধ দুইজনকে প্রথমে কোম্পানীগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ নিয়ে যান। কর্তব্যরত ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিতে বলেন। তিনি তাঁদেরকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার আশরাফুলকে মৃত ঘোষনা করেন।

**ডাক্তার আব্দুল্লাহ, থানা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিলেট**

ডাক্তার আব্দুল্লাহ অধিকারকে বলেন, কয়েকজন লোক ১ জুলাই ২০১১ রাত আনুমানিক ১০.০০টায় কালিডর থেকে গুলিবিদ্ধ আশরাফুল ও এলাইছ মিয়া নামে দুইজনকে নিয়ে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। তিনি দুইজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তবে তাঁদের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তিনি সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁদের নিতে বলেন।

**কামাল আহমদ, পুলিশ পরির্দশক, কোম্পানীগঞ্জ থানা, সিলেট**

কামাল আহমদ অধিকারকে বলেন, ২ জুলাই ২০১১ রাত আনুমানিক ১০.৩৫ টায় বাঘারপাড় গ্রামের নজরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি থানায় এসে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ০১; তারিখঃ ০২/০৭/২০১১, ধারা ৩২৬/৩০২ দ-বিধি। মামলার এজাহারে নজরুল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, তাঁর ছোট ভাই আশরাফুল ইসলাম ০১ জুলাই ২০১১ বন্ধু এলাইছ মিয়া ও সোনা মিয়াকে নিয়ে পাথর আনতে সীমান্ত এলাকার ধলাই নদীর বাংলাদেশ অংশে কালিডর পাথর কোয়ারীতে যান। অজ্ঞাতনামা বিএসএফ সদস্যরা তাঁদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে তাঁর ভাই আশরাফুল মারা যান।

পুলিশ পরিদর্শক কামাল আহমেদ এরপর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি আরো জানান, বাংলাদেশের কিছু অংশ নদীতে ভেঙ্গে গেছে। সেখানে বাংলাদেশের শ্রমিকরা পাথর তুলতে গেলে বিএসএফ সদস্যরা প্রায়ই বেআইনীভাবে গুলি ছোঁড়ে এবং এতে মানুষ মারা যায়। এ সব বিষয় সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিরাও জানেন।

সুবেদার চান মিয়া, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), কালা সাদেক ক্যাম্প, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট
সুবেদার চান মিয়া অধিকারকে বলেন, ১ জুলাই ২০১১ এঘটনার কথা তিনি শুনেছেন। তবে এব্যাপারে তিনি কিছু বলতে অপারগ বলে জানান।

**বিশেষ দষ্টব্যঃ** তথ্যানুসন্ধানকালে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ আবুল মুনসুর আহমদের সাক্ষাত না পাওয়ায় মর্গ সহকারী মাসুক আহমদের বক্তব্য নেওয়া হয়।

**মাসুক আহমদ, মর্গ সহকারী, এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট**
মাসুক আহমদ অধিকারকে বলেন, ১ জুলাই ২০১১ রাত আনুমানিক ১১.৪৫টায় কোম্পানীগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা আশরাফুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে আনেন। ২ জুলাই ২০১১ দুপুরের দিকে লাশের ময়না তদন্ত করা হয়। লাশের বিভিন্ন অংশে ছররা গুলি লেগেছিল। তাছাড়া লাশের শরীর থেকে বেশ কিছু গুলি বের করে পুলিশকে আলামত হিসেবে দিয়ে দেয়া হয়।

**আব্দুল বারী, আশরাফুলের লাশের গোসলদানকারী**
আব্দুল বারী অধিকারকে বলেন, তিনি আজিজুল হক ও আতাউর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে আশরাফুলের লাশের গোসল দিয়েছেন। লাশের মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত অনেক ছররা গুলির চিহ্ন দেখেছেন বলে জানান। এছাড়া প্রচুর রক্ত ক্ষরণেরও চিহ্ন ছিল।

ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের সীমান্তে হত্যার ঘটনা অবিরত ঘটেই চলেছে। গত ১২ মার্চ ২০১১ এ ভারতের নয়াদিল্লীতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও বিএসএফের মধ্যে ৫দিনের বৈঠকের শেষ দিনে বিএসএফের মহাপরিচালক রমন শ্রী বাস্তব জানান যে, বাংলাদেশ সীমান্তে ভারত আর প্রাণঘাতী অস্ত্র চালাবে না। তবুও সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার করে ভারত নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের নির্বিচারে হত্যা করছে।

অধিকার এই হত্যার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের কাছে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানাতে এবং ক্ষতিপুরণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে দাবী জানাচ্ছে।

**-সমাপ্ত-**